JAN. 28 200[illegible]

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

বই নিয়ে এসব কি হচ্ছে?

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পাঠ্যবই বিতরণে ব্যর্থ কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বছরের মতো এবারও দারুণ চমক সৃষ্টি করেছে। এই চমক কোন অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, সৃষ্টি করেছে দেশময় তুমুল বিতর্ক, প্রতিবাদ, সমালোচনা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে হয়রানি, ভোগান্তি ও চরম হতাশা। পাঠ্যবইয়ের অভাবে অভিভাবক মহল শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। রাজধানীর অনেক স্কুলে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিভাবকরা পুরাতন বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। একশ্রেণীর মোনাফালোভী অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। অথচ পাঠ্যবই কেলেংকারির দায়দায়িত্ব স্বীকার করে মূল সমস্যা সমাধানে দ্রুত কোন পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, বই কেলেংকারি নিয়ে তিনি কোন মন্তব্য করতে বাধ্য নন। তাহলে প্রশ্ন ঃ কে এজন্য দায়ী? প্রকাশিত এক খবর থেকে আরো জানা যায় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমরা রয়েছি শক্তির মহড়ায়। প্রাথমিক বইয়ের বিতরণ বেশীর ভাগই সম্পন্ন হয়েছে'। উক্ত কর্মকর্তা 'শক্তির মহড়া' বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা বোধগম্য নয়। একই খবরে মন্ত্রণালয় সূত্রে একথাও বলা হয়েছে যে, প্রতিদিনই পাঠ্যপুস্তক পরিস্থিতি জানতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠি আসছে। চিঠিতে বই কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ারও নির্দেশ থাকে। কিন্তু এই নির্দেশ কোনো এক অজানা কারণে উপেক্ষিতই থেকে যায়। অপরপক্ষে 'পাঠ্যবইয়ের কোন সঙ্কট নেই' বলে পুস্তকার যে ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে তারও প্রতিবাদ চলছে এবং মন্ত্রী-সচিবের বক্তব্যকেও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। সময়মতো বই হাতে না পেয়ে দেশজুড়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। বই নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা ও হতাশার মধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষের মাঝে দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশ কেন উপেক্ষিত হচ্ছে, তাও কম বড় প্রশ্ন নয়।

গত ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাপার কাজ শেষ করতে বলা হয়েছিল। এরপর আরো দু'টি মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। এর মধ্যে মোট পুস্তক সংখ্যার আংশিক মাত্র ছাপার কাজ হওয়াটা কৃতিত্বের বিষয় নয়, ব্যর্থতারই একটা বড় স্বাক্ষর। বইয়ের প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা জটিলতা ও টানাপড়েন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে গত ২১ জানুয়ারী এই কলামে এবং এর আগেও একই বিষয়ে আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম তাই সত্যে পরিণত হয়েছে। যথাসময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এরূপ মারাত্মক বই সঙ্কট দেখা দেয়ার কথা নয়। সেই পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি না করেও বলা যায় যে, উদ্ভূত চরম পরিস্থিতির জন্য মূলত যারা দায়ী তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারি একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সময় মতো বই প্রকাশিত না হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমন বিলম্বে প্রকাশিত বইয়ের চেহারা ছাপা, বাঁধাই, নিম্নমানের। কাগজ, কভার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নেই। বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছার পরই সংবাদপত্রে এর নানা প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিনামূল্যের বই খোলাবাজারে বিক্রি হওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। পাঠ্যবই নিয়ে যেভাবে কালোবাজারি চালু হয়েছে তার সঙ্গে প্রকাশ বিলম্বিত করার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ঘন ঘন অকারণে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের প্রবণতা পরিহার করা হলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঙ্কট ও হয়রানির শিকার হতে হতো না। পরিশেষে আমরা আশা করব, বই সঙ্কট নিয়ে যেসব কাণ্ড-কারখানা চলছে, তার স্থায়ী অবসানকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভবিষ্যতে যেন এরূপ মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে না পারে তার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এই মুহূর্তে শিক্ষার সকল স্তরের বই দ্রুত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।